পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা
৩০শে আষাঢ় ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই জুলাই ১৯৮৪ ইং ॥ ১৫ই শাওয়াল ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই জুলাই ১৯৮৪ | ৩৮শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ২২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : সৎকার্যের বিভিন্ন পথ, উহাদের প্রতি আগ্রহ-বোধ এবং প্রতিযোগিতা	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী : "কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এলহাম ও কাশ্‌ফ'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* ঈদের বাণী :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)	২৪
* ভাইয়ের স্মরণে :	মিসেস আমেনা হক	২৫
* সংবাদ :		২৬

"ইয়াওমে ওয়ালে দাইন"

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত ১৭ই মে, ৮৪ইং বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ মজলিসের উদ্যোগে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে ইয়াওমে ওয়ালেদাইন (অভিভাবক দিবস) পালিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নজমের পর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কায়েদ জনাব মনির উদ্দিন আহমদ, জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ, জনাব চৌধুরী হাফিজুল ইসলাম সাহেবান। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ ও সমাপ্তির দোওয়া পরিচালনা করেন জনাব মুন্সি আঃ খালেক সাহেব। সভাশেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি পরিবেশন করা হয়।

মনির উদ্দিন আহমেদ
কায়েদ নাঃ মঃ খোঃ আঃ

দোওয়ার আবেদন

আমার আব্বা জনাব মৌঃ মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া। বেশ কিছু দিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে শয্যাসায়ী অবস্থায় আছেন। তাঁর পূর্ণ আরোগ্যের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। ওয়াচ্ছালাম

খাকছার—**এস, এম, রহমতউল্লাহ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই ১৯৮৪ইং : ৩০শে আষাঢ় ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই ওফা ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **২২ রুকু**

১৭৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার রব্ব আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের জানের উপর সাক্ষী খাড়া করিলেন (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন) আমি কি তোমাদের রব নই ? তাহারা বলিল, হাঁ, আমরা (ইহার) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছি ; (আমরা ইহা এইজন্য করিয়াছি) যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে এই কথা বলিতে না পার যে, আমরা এই সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম।

১৭৪। অথবা তোমরা এই কথাও যেন বলিতে না পার যে, (আমাদের যামানার) পূর্বে কেবল আমাদের পিতৃপুরুষগণই শির্‌ক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম ; অতএব তুমি কি ঐ সকল লোকের কাজের জন্য আমাদিগকে ধ্বংস করিবে, যাহারা মিথ্যাবাদী ছিল ?

১৭৫। এবং এইরূপে আমরা আয়াতসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি যেন তাহারা (বিপথগামীতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের নিকট ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম, অতএব সে উহা হইতে স্খলিত হইয়া (পৃথক হইয়া) গিয়াছিল, অনন্তর শয়তান তাহার পিছন ধরিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

১৭৭। এবং আমরা চাহিলে ঐ নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ তামস বাসনার অনুসরণ করিল ; তাহার

অবস্থা ঐ (পিপাসাতুর) কুকুরের অবস্থার অনুরূপ, যাহার উপর তুমি (আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে) কোন বস্তু উঠাইলে সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে ; এই অবস্থা সেই জাতির, যাহারা তাহাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, অতএব তুমি এই সকল বৃত্তান্ত (তাহাদিগকে) শুনাও, যেন তাহারা চিন্তা করে।

১৭৮। সেই জাতির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, যাহারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে ; এবং (এই কাজের দ্বারা) তাহারা নিজেদের জানের উপরই যুলুম করিতেছিল।

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ হেদায়াত দেন, আসলে সে-ই হেদায়াত পায়, এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

১৮০। এবং আমরা নিশ্চয় (রহমতের জন্য) জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু পরিণামে তাহাদের মধ্যে অনেকে জাহান্নামের যোগ্য হইয়া যায়; তাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু উহার দ্বারা তাহারা বুঝে না, এবং তাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু উহার দ্বারা তাহারা দেখে না, এবং তাহাদের কর্ণ আছে উহা দ্বারা তাহারা শুনে না ; তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথ ভ্রষ্ট, (প্রকৃত পক্ষে) তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল।

১৮১। এবং সকল উত্তম (গুণবাচক) নাম আল্লাহর ; অতএব তোমরা উহাদের দ্বারা তাঁহাকে ডাক ; এবং যাহারা তাঁহার নামসমূহ সম্বন্ধে বাঁকা (এবং কল্পিত) কথা বলে, তাহাদিগকে (ঐরূপ করিতে) ছাড়িয়া দাও, অচিরেই তাহাদিগকে তাহাদের কাজের প্রতিফল দেওয়া হইবে।

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা লোকদিগকে হক্কের সাহায্যে হেদায়ত দেয় এবং হক্কের সাহায্যে (দুনিয়াতে) ন্যায় বিচার করে। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমর প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-নূহ পৃঃ ২৯)। —**হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

হাদিস শরীফ

সৎকার্যের বিভিন্ন পথ, উহাদের প্রতি আগ্রহ-বোধ এবং প্রতিযোগিতা

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি খোদার পথে যে নেকীতে বিশেষত্ব লাভ করিবে, তাহাকে সেই নেকীর দুয়ার দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হইবে। তাহার কানে আওয়াজ আসিবে: হে আল্লাহর বান্দা! এই দুয়ার তোমার জন্য উত্তম, ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশ কর। যদি সে নামায আদায়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে নামাযের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করার জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইবে। যদি জেহাদে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া থাকিবে তাহা হইলে জেহাদের দুয়ার দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে বলা হইবে। যদি রোযা রাখায় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মর্যাদার অধিকারী হইবে, তবে তাহাকে "রাইয়ান" (পূর্ণ তৃষ্ণা নিবারণ কারী) দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিতে বলা হইবে। আল্লাহর পথে দান করায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইলে, সেই দুয়ার দিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে বলা হইবে।

হুজুর (সা:)-এর উক্ত এরশাদ শ্রবণে হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: হে আল্লাহর রসুল। আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হউক! যাহাকে উক্ত দুয়ার সমূহের যে কোন একটি দুয়ার দিয়া আহ্বান করা হইলে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তাহার যদিও অন্য কোন দুয়ারের প্রয়োজন নাই, তবুও এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিও কি হইবে, যাহাকে সমস্ত দুয়ার দিয়া আহ্বান জনানো হইবে? রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন: হাঁ, এবং আমি আশা রাখি, আপনিও সেই সকল ভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (বুখারী)

(২) হযরত মায়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: আমাকে এমন কোন কাজ বলিয়া দিন, যাহা জান্নাত লাভের কারণ হয় এবং দোযখ হইতে দূরে রাখে। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন: তুমি একটি মস্ত বড় এবং কঠিন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কিন্তু যদি আল্লাহ উহার সামর্থ্য বা তওফিক দান করেন, তাহা হইলে ইহা একটি সহজ বিষয়। তুমি আল্লাহতায়ালার এমনভাবে এবাদত করিবে যেন কোন প্রকারের (গোপনে বা প্রকাশ্যে) শেরক্ না কর, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রোযা রাখ এবং যদি পথ-খরচের সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে আল্লাহর ঘর (কাবা-গৃহের) হজ্ব পালন কর। তারপর তিনি (সাঃ) আরও বলিলেন: আমি কি তোমাকে কল্যাণ ও পূণ্যের দুয়ার সমূহ সম্পর্কে জানাইব না? শুনো! রোযা (সকল প্রকার নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক ক্ষতি ও পাপ হইতে বাঁচানর জন্য) ঢাল স্বরূপ। আল্লাহ্র পথে দান-খয়রাত গুণাহ্র

আগুনকে এমন ভাবে নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভায়। রাত্রির মধ্যভাগে নামায আদায় করা মহা পুরস্কার লাভের কারণ। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :

تتجافى جنوبهم عن المضاجع (الم)

অতঃপর তিনি বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে সমস্ত ধর্মের মুল, বরং উহার স্তম্ভ এবং উহার চূড়ার কথা বলিব না? মায়ায (রাঃ) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল! নিশ্চয় বলুন। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিলেন : ধর্মের মুল ইসলাম (আল্লাহ্‌র নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পন), উহার স্তম্ভ নামায এবং উহার চূড়া হইল জেহাদ (আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সময়োপযোগী পুর্ণ চেষ্টা-সাধনা)। তারপর তিনি (সাঃ) আরও বলিলেন : আমি কি তোমাকে সমস্ত দ্বীনের সার-কথা বলিব না? মায়ায (রাঃ) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রসুল, নিশ্চয় বলুন। রসুল করীম (সাঃ) স্বীয় জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন : ইহাকে সংযত রাখ। মায়ায জিজ্ঞাসা করিলেন : আমরা যাহা কিছু বলিয়া থাকি, তাহার জন্য কি জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তি হইবে? তিনি বলিলেন : তোমার মা তোমাকে হারাক, (আরবী ভাষায় এই প্রবাদটি প্রীতি মিশ্রিত আক্ষেপের সময় বলা হয়।) মানুষ তাহাদের জিহ্বা দ্বারা কর্তিত ক্ষেত্র সমূহের (অর্থাৎ বড় বড় বুলি. শরীয়ত নিষিদ্ধ ও বে-মওকা কথার) জন্য জাহান্নামে তাহাদের মুখের ভরে পাতিত হয়। (তিরমিযী)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী।

যাকাত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হইল যাকাত। নিযামের মাধ্যমে ইহার উসুলী ফরয। ব্যক্তিগতভাবে ইহা বিতরণ করা যায় না। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট নিজ নিজ জামাতের সাহেবে-নেসাবগণের (যাহাদের উপর যাকাত ফরজ) নিকট হইতে যথাশীঘ্র যাকাত আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিবেন। কোন স্থানে একক কোন আহ্‌মদী সাহেবে-নেসাব থাকিলে, তাঁহার দেয় যাকাত সরাসরি ঢাকা-কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, জামাতে বহু দুঃস্থ ভ্রাতা-ভগ্নী আছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ চাহেন এবং কেহ চাহেন না। তাঁহাদের সকলেরই খবর রাখা এবং তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করা প্রয়োজন। যাকাতের টাকা কেন্দ্রে জমা হইলে, উক্ত উভয় বিধ ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমত করা সম্ভব হইবে।

সুতরাং সাহেবে-নেসাব ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাঁহাদের ফরয আদায় করিয়া নিজ নিজ ধন সম্পদকে পবিত্র করিবেন এবং দুঃস্থগণকে সাহায্য করার জামাতি ব্যবস্থাকে মজবুত করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ-ভাজন হইবেন। খাকসার— **মোহাম্মাদ**

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঢাকা।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এল্‌হাম ও কাশ্‌ফ

(১)

৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং, আর একটি রুইয়া (দিব্য স্বপ্ন) দেখিলাম। দেখিতেছি যে আমি হযরত আলী (কররমাল্লাহু ওয়াজহাহু) হইয়া গিয়াছি অর্থাৎ স্বপ্নে এরূপ অনুভব করি যেন তিনিই আমি। বস্তুতঃ স্বপ্নের আশ্চর্যজনক বিষয়াবলীর ইহাও অন্যতম যে কোন কোন সময় এক ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তি হিসাবে মনে করিয়া থাকে। সুতরাং তখন আমি মনে করিতেছি যে আমিই আলী মোর্তজা। এবং ঘটনা এইরূপ যে, খারেজীদের একটি দল আমার খেলাফতের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে অর্থাৎ ঐ দলটি আমার খেলাফতের বিষয়কে রোধ করিতে চায় এবং উহাতে ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে তৎপর। তখন আমি দেখিলাম যে রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার পার্শ্বে বিরাজমান আছেন, এবং স্নেহ ও মমত্ব ভরে তিনি আমাকে বলেন : يا علی دعهم وانصارهم وذراعتهم

অর্থাৎ, "হে আলী! ইহাদিগ হইতে ও ইহাদের সাহায্যকারীদিগ হইতে এবং ইহাদের শস্য-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড় ও ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর এবং ইহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।" এবং আমি অনুধাবন করিলাম যে এই ফেৎনা ও বিশৃংখলার সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে সব্‌র ও ধৈর্যধারণ করিতে বলেন এবং উপেক্ষা করিবার জন্য তাকিদ করেন, এবং বলেন যে "তুমি সত্য ও হক্ক পথে আছ। কিন্তু ইহাদের সহিত বাক্যব্যয় না করাই উত্তম।" উল্লিখিত শস্য-ক্ষেত্র দ্বারা মৌলবীদের অনুসারীবৃন্দের ঐ দলটিকে বুঝায়, যাহারা তাহাদের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত এবং যাহাদিগকে তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ সিঞ্চন করিয়া আসিতেছে।

অনন্তর, আমার আত্মা এলহামের দিকে চলিয়া গেল এবং এলহাম অনুযায়ী খোদা-তায়ালা আমার উপর প্রকাশ করিলেন যে, কোন এক বিরুদ্ধবাদী আমার সম্বন্ধে বলিতেছে :

ذرونی اقتل موسی

অর্থাৎ, "মুসাকে অর্থাৎ এই অধমকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দাও।" এই স্বপ্নটি আমি রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় দেখিয়াছিলাম এবং ভোরে বুধবার ছিল। "ফা-আলহামদু লিল্লাহে আলা যালেক।' (অর্থাৎ—সুতরাং ইহার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার)।

(আইনায়ে-কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২১৮ ২১৯ টীকা দ্রষ্টব্য এবং তাযকেরা, পৃঃ ২০৮-২০৯)

(২) ৬ই ডিসেম্বর ১৯০২ ইং—এই স্বপ্নটির (অর্থাৎ তিনটি মহিষ সম্পর্কিত স্বপ্নটির পর) আরও দেখিতেছি যে, একজন অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। (তারপর) যখন আমি গৃহের নিকটে পৌঁছিলাম তখন এক ব্যক্তির টাকা-কড়ি আমার হাতে ছিল। আমি ধারণা করিলাম এগুলির মধ্যে দুই-আনা ও চার-আনা (সিকি)-ও হইবে। সামনে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম যে 'ফাজ্জু' (ফজল নিশান নামে) কাশ্মীরী মহিলা বসিয়া আছে। তারপর যখন মসজিদে গেলাম, সেখানে দেখিতে পাইলাম হাজার হাজার মানুষ বসিয়া আছে এবং সকলের পরনের কাপড় পুরান মনে হইল। মসজিদে আরও অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলাম, সেখানে বড় একটা খাটিয়াতে একটি জানাযা রাখা আছে। উহা কাহার জানাযা তাহা জানা নাই।" (আল-বদর, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৭ ; তাযকিরা পৃঃ ৪৪৫)

(৩) ৮ই ডিসেম্বর ১৯০২ইং—স্বপ্নে দেখিলাম যে একটি জায়গাতে ওজু করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম সেখানকার মাটি তুলতুলে ও অন্তসারশুন্য এবং ইহার নীচে গুহা বা সুড়ঙ্গের মত চলিয়া গিয়াছে। আমি পা রাখিলে, উহা দাবিয়া যায়। খুব মনে আছে যে তারপর আমি ক্রমশঃ নীচে বা তলার দিকে চলিয়া যাই। তারপর এক লম্ফ দিয়া উপরে উঠিয়া আসি। তারপর এরূপ মনে হয় যেন আমি শুন্যে ভাসিতেছি এবং নীচে গোলাকার একটা বিরাট গর্ত, যাহা এখান হইতে (অর্থাৎ কদিয়ানের মসজিদে মোবারক হইতে নিকটস্থ) নবাব (মোহাম্মদ আলী) সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি উহার উপরে (শুন্যে) এদিক হইতে ওদিক এবং ওদিক হইতে এদিক ভাসিয়া চলিয়াছি। সৈয়্যদ মোহাম্মদ আহ্সান সাহেব এক কিনারায় ছিলেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখিয়া লউন, ঈসা (আঃ) তো পানির উপর চলিতেন এবং আমি শুন্যে ভাসিতেছি। আমার খোদার ফজল তাঁহার তুলনায় আমার উপর অধিকতর রূপে বিরাজমান। হামেদ আলী আমার সঙ্গেই আছেন এবং সেই গর্তের উপর আমরা কয়েকবার ঘুরিয়া বেড়াই—হাত বা পা কিছুই নড়াইতে হয় না এবং অনায়াসে শুন্যে এদিক ওদিক ভাসিতে থাকি। রাত্রি বারটা চল্লিশ মিনিটে উক্ত স্বপ্ন দেখিলাম।" (আল-বদর, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৭ ; তাযকেরা পৃঃ ৪৪৫)

(৪) ৬ই ডিসেম্বর ১৯০২ ইং রাত্রিতে আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, খোদাতায়ালার ওহী নাজেল না হইলে আমার ধারণায় কোনই সন্দেহ ছিল না যে আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। এমতাবস্থায় আমার চোখ লাগিয়া যায়। তারপর কি দেখি যেন একটি অবরুদ্ধ পথের উপর আমি অবস্থান করিতেছি, যেখানে তিনটি মহিষ আসিয়া উপস্থিত। উহাদের একটি আমার দিকে ধাবিত হইল। উহাকে প্রহার করিয়া সরাইয়া দেই, তারপর দ্বিতীয়টি আসিল। উহাকেও মারিয়া তাড়াইয়া দেই। তারপর তৃতীয়টি আসিল। কিন্তু উহা এমন প্রবল ও উন্মত্ত বলিয়া মনে হইতেছিল যে আমি ধারণা করিলাম, ইহা হইতে বাঁচিবার উপায় নাই। খোদাতায়ালার কি কুদরত যে আমার মনে ঐ আশঙ্কার উদ্রেক হইলে মহিষটি উহার মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। আমি তখন ইহাকে উত্তম সুযোগ মনে করিলাম যাহাতে উহার গা ঘেষিয়া বাহির হইয়া যাই। সুতরাং এইরূপে আমি সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

এবং দৌড়ানো অবস্থায় খেয়াল হউক যে উহাও আমার পিছনে দৌড়াইতেছে। কিন্তু আমি আর ফিরিয়া তাকাইলাম না এবং স্বপ্নে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আমার হৃদয়ের উপর নিম্নরূপ এলহাম করা হইল : رب كل شى خادمك رب فاحفظنى و انصرنى و ارحمنى (অর্থাৎ—হে আমার রাব্ব্! প্রতিটি বস্তুই তোমার অনুগত ভৃত্ত ; হে আমার রব্ব্! আমার হেফাজত কর, আমার সাহায্য কর (শত্রুর উপর আমাকে বিজয় দান কর) এবং তোমার করুণা বর্ষণ কর।" —অনুবাদক)।

আমার অন্তরে উদ্রেক করা হইল যে ইহা 'ইস্‌মে-আজম' এবং এই বাক্যগুলি যে ব্যক্তিই পাঠ করিবে, প্রত্যেক প্রকারের বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করা হইবে।"
(আল-হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা ৪৪; আল-বদর ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৭ ; তাযকেরা, ৪৪২-৪৪৩)

(৫) ২০শে ডিসেম্বর ১৯০২ ইং দিবাগত রাত্রে যাহা রমজান মাসের শেষ আশরার প্রথম দিবস ছিল—নিম্নরূপ আরবী ভাষায় এলহাম অবতীর্ণ হইল :

يأتى عليك زمن كمثل زمن موسى

"তোমার উপর এমন এক জামানা আসিবে, যাহা মুসার জামানার অনুরূপ হইবে।"
(আল-হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড সংখ্যা ৪৬ তাযকেরা পৃঃ ৪৪৬)

(৬) সেই সঙ্গে পরবর্তী দিন (২২ ডিসেম্বর ১৯০২ইং) নিম্নরূপ এলাহাম অবতীর্ণ হয় : انه كريم تمشى امامك وعادى من عادى (অর্থাৎ—"তিনি মহানুভব খোদা, তিনি তোমার আগে আগে চলিবেন এবং তিনি তাহার শত্রু হইয়া যান যে তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।" —অনুবাদক)। হযরত আকদাস বলেন, বিগত কাল যে এলহাম অবতীর্ণ হইয়াছিল ইহা তাহারই পরবর্তী অংশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ..... আমি মনে করি যে এতদউভয়ের মধ্যে নিশ্চয় পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তৌরাতেও এই ধরণের বিষয়বস্তু রহিয়াছে : "খোদা মুসাকে বলিলেন যে তুমি চল, আমি তোমার আগে আগে চলিতেছি।" (আল-হাকাম ৬ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা ৪৬ ; তাযকেরা পৃঃ ৪৪৭)

(৭) ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০২ ইং--ফজরের নামাযের পূর্বে হযরত আকদাস এই রুইয়া শুনাইলেন :

"আমি অন্য কোন একটি জায়গায় আছি এবং কাদিয়ানের দিকে আসিতে চাই। দুই একজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে আছেন। কেহ বলিল, 'পথ বন্ধ, এক বিরাট উদ্বেল সমুদ্র বহিয়া চলিয়াছে।" আমি তাকাইয়া দেখিলাম যে, সত্যই কোন নদী নয় বরং এক মহা সমুদ্র এবং বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, যেমন সর্প চলিয়া থাকে। আমরা ফিরিয়া আসিলাম (এই ভাবিয়া যে) আপাতত যাওয়ার পথ নাই এবং এই পথ অত্যন্ত ভয়াবহ।"
(আল-বদর ১ম খণ্ড, সংখ্যা ১০ ; তাযকেরা, পৃ. ৪৪৭)

(৮) ২৪শে ডিসেম্ব ১৯০২ ইং—এলহাম انى صادق انى صادق و سيشهد الله لى —অর্থ, "আমি সত্যবাদী, আমি সত্যবাদী; অদূর ভবিষ্যতে খোদাতায়ালা আমার জন্য সাক্ষ্য দান করিবেন।" (আল-বদর ১ম খণ্ড সংখ্যা ১০; তাযকেরা পৃঃ ৪৪৭)

(৯) ১৯শে জানুয়ারী ১৯০৩ইং,—"আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম, আমি মিশরের নীল দরিয়ার কিনারায় খাড়া আছি এবং আমার সহিত অনেক বনি-ইসরাইল রহিয়াছে এবং আমার নিজেকে মুসা বলিয়া ধারণা হইতেছে। মনে হইতেছে আমি ভাগিয়া চলিয়া আসিতেছি। দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম ফেরাউন এক বিরাট বাহিনী লইয়া আমার পশ্চাৎধাবন করিয়া আসিতেছে এবং তাহার সহিত বহু উপকরণ রহিয়াছে, যথা ঘোড়া-গাড়ী, রথ ইত্যাদি। সে আমার অতীব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার সঙ্গী বনি-ইসরাইল অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হইয়া গিয়াছে এবং উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে, 'হে মুসা! আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম।' আমি উত্তরে উচ্চ ও দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলাম, كلا ان معى ربى سيهدين

"কখনও ইহা হইতে পারে না। নিশ্চয় আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।" (তাযকেরা - ৪৫৪ পৃঃ)

(১০) ৯ই নভেম্বর ১৮৯২ইং—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে কাদিয়ানের দিকে আসিতেছি এবং অত্যন্ত অন্ধকার এবং দুর্গম পথ। আমি অনুমানের উপর পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি এবং এক অদৃশ্য হাত আমাকে সাহায্য করিয়া যাইতেছে। এমনকি আমি কাদিয়ান পৌঁছিয়া গেলাম এবং যে মসজিদটি শিখদের দখলে আছে উহা আমার দৃষ্টি গোচর হইল। তারপর সোজা গলি যাহা কাশ্মীরীদের দিক হইতে আসে, উহার মধ্য দিয়া আমি চলিলাম। ঐ সময় আমি নিজেকে অত্যন্ত ব্যকুল ও উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বোধ করি, যেন সেই ব্যকুলতা ও উৎকণ্ঠায় আমার বেহুশ হইয়া পড়ার উপক্রম হয় এবং তখন বার বার এই ভাষায় দোওয়া করি: رب تجلل رب تجلل ("হে আমার রব্ব! তোমার তজল্লি প্রকাশ কর, হে আমার রব্ব! তোমার তজাল্লি প্রকাশ কর।) এবং একজন দেওয়ানার হাতে আমার হাত আছে এবং সেও "রব্বে তাজাল্লা" বলিতে থাকে। এবং বড় জোরের সহিত দোওয়া করিতেছিলাম।

ইহার পূর্বে আমার স্মরণ আছে যে আমি আমার জন্য এবং আমার স্ত্রীর জন্য এবং পুত্র মাহ্‌মুদের জন্য অনেক দোওয়া করিয়াছি। তারপর আমি দুইটি কুকুর স্বপ্নে দেখিলাম। একটি অত্যন্ত কালো, আর একটি ধলা এবং এক ব্যক্তি কুকুর দুইটির পাঞ্জা অর্থাৎ পায়ের থাবা কাটিয়া দিতেছে। তারপর এলহাম হইল: كنتم خير امة اخرجت للناس (—"তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, যাহাদিগকে মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে।।" (তাযকেরা, পৃঃ ২০৭)

অনুবাদ:—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১লা জুন ৮৪ইং, মসজিদে-ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস বলেন :—

খোদাতায়ালার ফজলে রমজানুল-মোবা'রকের কল্যাণময় মাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও তাঁহার দ্বীনের উদ্দেশ্যে নিজেদের সব কিছু কোরবান করার আকাঙ্খা পোষণকারীগণ এই পবিত্র মাসে পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর এখলাস ও নিষ্ঠার প্রেরণা লইয়া খোদাতায়ালার হুজুরে প্রত্যেক ময়দানে কোরবানী পেশ করিবার জন্য প্রস্তুত ও উদ্যত আছেন।

পাকিস্তানে যেসব বেদনাদায়ক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে সে সকল মর্মবিদারক অবস্থা শুধু আহ্‌মদীদের উপরই বিরাজ করিতেছে না বরং গয়র আহমদী ভ্রাতাদের উপরও বিরাজ করিতেছে। যেহেতু এরূপ কতিপয় হতভাগ্য লোক আছে যাহারা নিজেদের নেকীও পণ্ড করিয়াছে এবং তাহাদের অনুসারীদের নেকীও বিনষ্ট করিয়াছে। সেজন্য তাহারা বড়ই মজলুম। তাহাদের সহিত ইসলামের নামে এই জুলুম করা হইয়াছে যে, তাহাদের নেকী-গুলিকে তাহাদের নেতারা বরবাদ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। যদি এই ওজর পেশ করা হয় যে 'আমরা জানি না, আমাদের নেতার যাহা কিছু করিয়াছে, আমরা উহার অনুসরণ করিয়াছি মাত্র'—তাহা হইলে জানা উচিত যে কুরআন করীম এই ওজরটি রদ করিয়া দিয়াছে। কেননা, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (—'কোন বোঝা বহণকারী অপরের বোঝা বহণ করিবে না')—আয়াতে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী এবং সে সম্বন্ধে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইবে। অন্যকে নয়।

আহ্‌মদীদের তুলনায় এক হিসাবে, পাকিস্তানে বসবাসকারী আমাদের গয়র আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ অধিক মজলুম। কেননা তাহাদের নিজেদের আপনজন বলিয়া আখ্যাত ঐ সকল লোক তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছে, যাহাদের হাতে তাহারা নিজেদের ইমামতি ও নেতৃত্বের লাগাম ধরাইয়া দিয়াছিল, যাহাদের পিছনে তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া চলার অঙ্গীকার করিয়া বসিয়াছিল।

আজ সেখানে দুই প্রকারের রোজা রাখা হইতেছে। এক দিকে সেই রোজা, যাহা আজান হইতে বঞ্চিত, সেহরীর সময়ও ঐ সকল শোক-বিহ্বল ও অস্থির কর্ণসমূহ আজানের আওয়াজ শুনিতে পায় না এবং ইফতারীর সময়ও আজানের আওয়াজ তাহাদের ক্ষতগুলিতে সান্ত্বনার মলম লেপন করে না। এতই ব্যথা ও বেদনা ভরে আজ সেখানকার আহমদীগণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আর্তনাদ করিতেছে যে, বাহিরের জগতবাসী উহা কল্পনাও করিতে পারে না। পাকিস্তানে কিছুদিন পূর্বে আমি ফোনে যোগাযোগ করিয়া ছিলাম। সেখানে অত্যন্ত প্রখর গরম পড়িতেছে। কিন্তু গরমের জন্য তাহাদের এত কষ্ট ছিল না। বরং তাহাদের কষ্ট এজন্য যে, রমজানের লজ্জত ও সুস্বাদ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার মোকাবিলায় তাহাদের অন্তরে অবশ্য এই সান্ত্বনা বিরাজ করিতেছে যে, আজ যদি জগতে কোন জামাতের লোকদের রোজা কবুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাই হইলেন ঐ সকল লোক। আজ তাহাদের উপরই খোদাতায়ালা প্রীতি ভরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর অপর দিকে হইল ঐ সকল কোটি কোটি লোক যাহারা অপরাধের ভাগীদার হওয়ার কারণে তাহাদের নেকীর ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ রোজাদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যাহাদের জন্য রোজা শুধু শ্রম ও দুঃখ-কষ্ট বহিয়া আনিয়াছে। নিয়তের বিকার বশতঃ উহাতে সওয়াবের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। একবার নয়, দুইবার নয় বরং অগণিত বার এরূপ রোজাদারদিগকে সাবধান করিয়াছেন এবং উপদেশ দান করিয়াছেন যে, 'দেখ, তোমরা নিজেদের রোজার সারবস্তু ও রুহের হেফাজত কর। আল্লাহ্ তোমাদের বাহ্যিক শ্রম ও কষ্ট স্বীকারের দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না। যদি তোমাদের নিয়ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পবিত্র না হয় যদি ঐকান্তিক ভাবে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে রোজা না রাখ, যদি রোজা রাখিয়া তোমরা কুচিন্তা ও কুকর্ম হইতে বিরত না থাক, তাহা হইলে তোমাদের রোজা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। এই ধরণের রোজা কেবল তোমাদের দৈহিক ক্লেশের কারণ হইবে, তোমাদের আত্মার কোনও কল্যাণ ও শান্তির কারণ হইবে না।' অতএব, আজ দৃশ্যতঃ জামাত আহ্‌মদীয়ার অবস্থা বেদনাদায়ক বটে এবং বড়ই দুঃখ বেদনা ভরে পাকিস্তানে জামাত আর্তনাদ করিতেছে এবং এই দুঃখ-বেদনার দরুণ বাহিরের জামাতও তদ্রুপই উৎকণ্ঠিত এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় কাতরাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তব ঘটনার প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে সর্বাপেক্ষা করুণ ও বেদনাদায়ক অবস্থা হইল তাহাদেরই, যাহারা আজ আনন্দে উল্লসিত। তাহাদের সকল পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং তাহাদের শাস্তি এখনও বাকী আছে। এখন যে সময় যাইতেছে ইহা তোমাদের শাস্তির সময় নয়; ইহা স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। শাস্তির যুগ এখনও তাহাদের জন্য অপেক্ষমান। আল্লাহতায়ালা শাস্তিদানে অবকাশ দিয়া থাকেন কিন্তু আল্লাহতায়ালার ব্যবস্থায় অবশ্যই বিশৃঙ্খলার কোন অবকাশ নাই। املی لهم ان کیدی متین (—'আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকি; নিশ্চয়

আমার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা অতি সুদৃঢ়')। আল্লাহর এই বাক্য অনিবার্যভাবে কার্যকর হইয়া থাকে। সেজন্য দুনিয়ার কোন শক্তি সেই জাতিকে বাঁচাইতে পারে না, যখন তিনি সেই জাতিকে গ্রেফতার করিতে উদ্যত হন।

সুতরাং এই দিক দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, এই জাতির জন্য আমাদের দোওয়া করা উচিত। কেননা আমি দেখিতে পাইতেছি যে তাহাদের মাঝে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এরূপ বিরাট সংখ্যক লোকের উদ্ভব ঘটিতেছে যাহাদের মধ্যে ভদ্রতা, শালীনতা ও মানবতা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের কেহ কেহ কার্যতঃ এবং কেহ কেহ মৌখিকভাবেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঐ সকল ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভীষণ ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন যাহারা ইসলামের নামে ইসলামের উপর জুলুম করিয়াছে। অতএব, ইহা এক অত্যন্ত শুভ লক্ষণ, অত্যন্ত অনুকূল বায়ু যাহা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার পশ্চাতে নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলক্রমে মহা সুসংবাদ সমূহ আত্মপ্রকাশ করিবে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশেষভাবে দোওয়াতে স্মরণ রাখুন. এই দোওয়া করুন যে, সমগ্র জাতির উপর যেন এই জয্‌বা ও সুমতি আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাহাদের পুণ্য যেন তাহাদের পাপকে দাবাইয়া দেয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তো ইহাও বলেন যে, "আমি শত্রুর জন্যও দোওয়া করিতে বিরত থাকিতে পারি না।' সুতরাং তিনি বলেন, "আমার তো ধর্ম এই যে দোওয়াতে শত্রুকেও যেন বাদ না দেওয়া হয়। দোওয়া যত ব্যাপক হইবে, দোওয়াকারীর উপকার ততই অধিক হইবে, এবং দোওয়াতে যতই কার্পণ্য করিবে, আল্লাহ্‌-তায়ালার নৈকট্য হইতে ততই দূরে চলিয়া যাইতে থাকিবে। বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার এই অতীব ব্যাপক ও অপরিমেয় দানটিকে যে সীমিত করে, তাহার ঈমান দুর্বল।"

(আল-হাকাম, ৪র্থ খণ্ড, ২৫ তম সংখ্যা)

সুতরাং দোওয়াতে দুশমনকে স্মরণ রাখাও পুণ্যাত্মাদের অন্যতম সুন্নত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও বহুবার শত্রুদের জন্য দোওয়া করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা বন্ধুতে পরিণত হইতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহতায়ালা প্রীতির সমীরণ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মন ও মানস পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। যেমন, ভাল ঋতুতে যখন আবহাওয়া বদলাইতে থাকে তখন প্রথমে অগ্রবর্তী বায়ু-প্রবাহ মৃদু মৃদু শীতের বার্তা বহিয়া আনে, তারপর উহার পশ্চাতে ভরপুর বর্ষার অথবা বসন্তের হাওয়া চলিতে আরম্ভ করে, তেমনি ধারায় খোদাতায়ালার ফজলে অনুরূপ পূর্ভাবাস সমূহ পাকিস্তানে আমার দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। শত্রুদের হৃদয়কেও তিনি পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছেন। বিস্ময়কর ঘটনাবলী চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইতেছে। এমন কি, কিছু সংখ্যক যুবক সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে তাহারা যখন বয়েত (অর্থাৎ এই জামাতে দীক্ষা গ্রহণ) করিয়াছিল, তখন তাহাদের মাতা পিতারা তাহাদিগকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের বয়কট করিয়াছিলেন এবং কঠিন কঠিন দুঃখ-যাতনা দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এই অর্ডিন্যান্স জারি হইবার পর ঐ সকল যুবকের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, যখন তাহারা পুনরায় গৃহে ফিরিয়া

গিয়াছেন, তখন তাহাদের মাতা-পিতাগণ তাহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, "এ কী অন্যায়-অবিচার আচ্ছন্ন অন্ধকার নামিয়া আসিল ?!" তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন, "এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমরা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। কেননা সত্যবাদীদের জামাত ব্যতীত অন্য কোন জামাতের সহিত এ ধরণের আচরণ করা হয় না।" মানুষের হৃদয়ে এইরূপ কল্পনাতীত পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে যে, যে-সকল লোক আহ্‌মদীদের ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ যাহারা অলি-গলিতে ভব ঘুরের মত চলা-ফেরা করে, অথবা ঠেলা গাড়ী ওয়ালা, গরীব দীন মজুর এবং রিকসা চালকগণ – এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ক্রমাগত তাহাদের আলেমদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আহ্‌মদীয়াতের পক্ষে অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তেমনিভাবে এমন সব ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক নির্যাতনের কারণে আহ্‌মদীদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া কিছু কিছু গয়র-আহ্‌মদী যুবক অমিত সাহস বলে আহ্‌মদীয়তের প্রতি সমর্থন জানাইলে, বন্ধুদের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধিয়া যায়। এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকজনকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বড়ই মুশকিলে তাহাদের ছাড়াইতে হইয়াছে।

এই কয়েকদিন পূর্বের কথা, রাবওয়ার একজন আহ্‌মদী ফয়সালাবাদ গিয়াছিলেন। সেখানে যে রিক্‌সাটিতে তিনি চড়িয়াছিলেন, সেই রিক্‌সার চালক টের পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'আপনি কি আহ্‌মদী ?' তিনি বলিলেন "হাঁ, আমি আহমদী।" তিনি জানাইয়াছেন যে, তারপর রিক্‌সা ওয়ালা কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার পক্ষে রিক্‌সা চালানো মুশকিল হইয়া গেল। সে বলিল, "জানি না, আপনাদের কত কষ্ট ! আপনাদের সহিত যে জুলুম হইয়াছে তাহা আমারও বরদাস্ত হয় না।" রিক্‌সা হইতে নামিয়া তিনি তাহাকে ভাড়া দেওয়ার বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতেছিল না। পরিশেষে অনেক আকুতি মিনতি ও প্রীতির সহিত বুঝাইয়া সুনাইয়া জবরদস্তি তাহাকে ভাড়া দেওয়া হয়। কুদরত হইতে এই যে প্রবাহ চলিয়াছে, তাহা কোন মানবীয় ক্ষমতা ও সামর্থ্যের ব্যাপার নয়। ইহা হইল আল্লাহতায়ালার ফজলে সেই ধৈর্যের ফল, যাহা জামাত প্রদর্শন করিতেছে। ধৈর্যের চাইতে বড় শক্তি দুনিয়াতে আর অন্য কিছু নাই। ধৈর্যের শক্তি কল্পনাতীত বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং ধৈর্যই মকবুল দোওয়ায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং এই ধৈর্যকে জিন্দা (জাগরুক) রাখুন এবং এই সকল দোওয়াকেও জিন্দা রাখুন। যথাসাধ্য শত্রুর জন্যও দোওয়া করুন এবং যে সকল শত্রুর আচরণ হইতে বিপুলভাবে প্রীতি ও মহব্বতের বারিধারা নির্গত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, শত্রুতার যে সব ঘনঘটা হইতে আপনাদের উপর রূপান্তরিত বিন্দু সমূহ বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেজন্য তাহাদের সপক্ষে দোওয়া আরও জোরদার ও সতেজ করিয়া দিন। কিন্তু যেমন কিনা আমি বিগত খোৎবায়ও বলিয়াছিলাম, ইসলাম একটি ভারসাম্য-সম্পন্ন ধর্ম ; ভাবাবেগের তাড়নায় চালিত হওয়ার ধর্ম নয়। যাহা একরোখা কোন পন্থা অবলম্বন করে আর তারপর সেই দিকেই চলিয়া যাইতে থাকে এমন নহে। ভারসাম্য রক্ষার আদর্শ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট হইতে শিখা উচিত। হযরতে

আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)—যিনি ঘোরতম শত্রুদের জন্যও দোওয়া করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ জুলুম করিত—তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত ছিল, তাঁহারই রক্তে তাঁহার মোজা এবং জুতা এমনভাবে ভরিয়া গিয়াছিল যে চলিতে পারিতেছিলেন না, জমাট রক্তে পা পিছলাইয়া যাইতেছিল, এমতাবস্থায়ও তিনি তাহাদের জন্য দোওয়া করিয়াছেন। কেননা তিনি জানিতেন যে উহারা অজ্ঞ এবং উহারা জানিত না যে উহারা কাহার সহিত কি করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও 'আয়িম্মাতুল কুফ্‌র'-এর বিরুদ্ধে, 'আয়িম্মাতুত-তকফীর' (কুফর ও কুফরী ফতোয়াবাজীর হোতাগণ)-এর বিরুদ্ধে তিনি বদ-দোওয়াও করিয়াছেন এবং এক বারই নয় বরং বহুবার বদ-দোওয়া করিয়াছেন: কেননা কোন কোন সময় মানুষের সহি ফেতরৎ ও বিবেক বলিয়া দেয় যে কোন্ কোন্ লোক জুলুম ও বর্বরতায় এতই বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা কুফরী ফতোয়াবাজীর ইমামে পরিণত হইয়াছে যে তাহাদের তকদীরে আর হেদায়েত লাভের বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। এহেন পরিস্থিতিতে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় লোক যাহারা জুলুম ও নির্মমতার হোতা ও নেতা হইয়া থাকে এবং নিজেদের দুষ্কর্মে পশ্চাদপদ না হইয়া বরং দৈনন্দিন আগেই বাড়িয়া যাইতে থাকে, তাহাদের জন্য বদ-দোওয়া করা হইল সুন্নতে নব্বী (সাঃ)। সুতরাং আমি যখন বদ-দোওয়া করিবার অনুমতি দিয়াছি তখন ইহা আদৌ মনগড়া ভাবে নিজ পক্ষ হইতে নায়ুযুবিল্লাহ্ সুন্নতে-নববীর ব্যতিক্রম করি নাই বরং সুন্নতে-নববীকে সামনে রাখিয়া সে কথা বলিয়াছি। সুতরাং বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা রহিয়াছে :—

বদরের যুদ্ধের সময় কোন কোন আয়িম্মাতুল-কুফরের বিরুদ্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদের নাম লইয়া লইয়া বদ-দোওয়া করেন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে জ্ঞাত করেন, তাহাদের লাশ কোথায় কোথায় ভুলুণ্ঠিতাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আমরা দেখিয়াছি, এরূপ খারাপ অবস্থায় তাহাদের শবদেহ পড়িয়াছিল যে, রৌদ্র সেগুলিকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল এবং ইহারা শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছিল। কাজেই, সুন্নতে-নববী অনুযায়ী ঐসকল ব্যক্তি যাহারা উন্মীলিত চক্ষে দেখিয়া, শুনিয়া, স্বজ্ঞানে দুষ্কৃতি ও ফ্যাসাদের উদ্দেশ্যে এবং নিতান্ত অত্যাচার মূলক ধৃষ্টতার সহিত দৈনন্দিন জুলুম-নির্যাতনে মাতিয়া উঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করাও মুমেনের তকদীরের এক অনিবার্য অংশ বিশেষ। সেজন্য এই রমজানের দ্বারা পুরোপুরি ফায়েদা লাভ করুন। নিজেদের দোওয়াকেও চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছান এবং খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে যাহারা আয়িম্মাতুল-কুফর তাহাদের জন্য বদ-দোওয়াকেও চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছাইয়া দিন যাহাতে একদিকে আল্লাহতায়ালার নেক-দেল ও পবিত্র বান্দাদের উপর অনন্ত ফজল ও কৃপা অবতীর্ণ হয় এবং অন্যদিকে যাহারা দুনিয়াকে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের পথভ্রষ্টতায় সহায়ক হয়, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা যেন জগতের জন্য এরূপ শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করেন, যাহা দেখিয়া হেদায়েত জারী হয়।

ইহা তো হইল সাধারণভাবে প্রত্যেক আহ্‌মদীর মনে বিরাজমান ভাবানুভূতি। এই ভাবানুভূতিকে আমি আরও জাগরিত ও প্রস্ফুটিত করিতেছি মাত্র কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতেছি যে এই যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ) এত দোওয়া করিয়া গিয়াছেন যে, এ বিষয়ে এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পিছনে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা দোওয়া করিব। সেজন্য হয়ত আমাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, আমাদের দোওয়ার জোরেই সবকিছু সংঘটিত হইতেছে। ইহা এমনই ব্যাপার হইবে যেমন পিতা শিশুকে কোন ভারী জিনিস তুলিতে বলিয়া নিজেই একদিক হইতে উহা ধরিয়া লয় এবং শিশু মনে করে যে সে জিনিসটি নিজেই তুলিতেছে।

বস্তুতপক্ষে এই ধরণের মহান ঘটনা দুই বার জগতে ঘটিয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায়, যখন হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর দোওয়া মো'জেযা ও অলৌকিকক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু ঐ সকল মো'জেযা সাহাবাদের হস্ত দ্বারা সংঘটিত হইতেছিল। সেজন্য যে ব্যক্তি 'আরিফ-বিল্লাহ' (ঐশী তত্ত্বদর্শী) নহে, সে তো দেখিতেছিল যে সাহাবাদের হস্ত ঐ সব কার্য প্রদর্শন করিতেছে কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অন্যকিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:

"আরবের মরু-প্রান্তরে যে সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল জান কি, তাহা কি ছিল?" আর তারপর তিনি বলেন, 'তাহা একজন 'ফানী ফিল্লাহ' (আল্লাহতে আত্মবিলীনকারী) ব্যক্তির দোওয়াই তো ছিল।'

এই যুগেও হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীতে একজন "ফানী-ফিল্লাহ" ব্যক্তি দান করা হইয়াছে এবং তিনি নিজ যুগের জন্য এবং ভবিষ্যৎকালের জন্য জামাতের উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণে দোওয়া করিয়াছেন এবং এরূপ গিরিয়াজারির সহিত খোদাতায়ালার হুজুরে সকরুণ দোওয়া করিয়া গিয়াছেন যে সেগুলি এক অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ বিদ্যমান। সুতরাং ঐ সকল দোওয়া কার্য করিবে এবং ঐ সকল দোওয়ার সহিত যখন আমাদের দোওয়ার স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইবে, যখন আমাদের আহাজারীও ইহাতে শামিল হইবে এবং যখন আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাও ইহার সহিত মিলিত হইবে, তখন অনুভব তো হইবে যেন অসাধারণ ফলাফল খোদাতায়ালা আমাদের হস্ত দ্বারা দেখাইতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইমাম এবং আমাদের প্রভুর গিরিয়াজারী যে আজও আমাদের কাজে আসিতেছে, আজও আমাদের উপর ছায়াপাত করিতেছে, আজও আমাদের উপর ফজল ও কৃপা বর্ষণ করিতেছে তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সেই দোওয়ার কথাই উল্লেখ করিয়া বলেন:

زآه زمرۂ ابدال باید ترسید
علی الخصوص اگر آه میرزا باشد

—'খবরদার, হে দুশমন! আবদালদের জামাতের ব্যথিত হৃদয়ের 'আহ্'কে ভয় করা তোমাদের আবশ্যক। বিশেষতঃ উহা যদি মির্যার দোওয়া হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে তোমাদের অবশ্যই ভয় করা উচিত।"

কত আযিমুশ্‌শান কালাম! আল্লাহ্‌তায়ালা সদাসর্বদা ও সর্বক্ষণ তাহার সহিত আছেন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা নিশ্চিত জানিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কালাম তাহার মুখ দিয়া নিঃসৃত হইতে পারে না। তিনি (আঃ) বলিতেছেন যে আবদালের বদ-দোওয়াকে প্রত্যেক মানুষেরই ভয় করা উচিত, কিন্তু আবদালদের মধ্যেও আমি অর্থাৎ মির্যা (গোলাম আহমদ), যাহার সহিত আল্লাহতায়ালার এত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান তাঁহার বদ-দোওয়াকে তোমরা কি উপেক্ষা করিতে পার?! সেজন্য আহমদীয়তের বন্ধুদের জন্য, আর সাধারণভাবে মানুষের জন্য এবং ঐ সকল দুশমনের জন্য যাহারা দ্বিতীয় পর্যায়ের শত্রু বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বহুল দোওয়া করিয়াছেন। কিন্তু এমন একটা শ্রেণী আছে যাহাদের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-ও বদ-দোওয়া করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য আমরাও যদি কিছুটা প্রয়াস পাই, তাহা হইলে খোদাতায়ালা আশ্চর্যজনক কাজ দেখাইবেন।

এই সব তো হইল কিছু বর্তমানের, আর কিছু ভবিষৎকালের সংবাদ অর্থাৎ বর্তমানের দুঃখ কিরূপে খুশী ও আনন্দে পরিবর্তিত হইবে—সেই বিষয়বস্তু।

কিন্তু বর্তমানের দুঃখ যে বর্তমানের আনন্দেও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে উহার দিকেও তো মনোনিবেশ করা উচিত, যাহাতে দেল্ আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও শোকরের দ্বারা ভরপুর হইয়া যায়।

জামাত আহমদীয়ার উপর যখনই বিপদ ও মসিবত আসিয়াছে—উহা যত বড়ই হউক না কেন—জামাত সদা ততো বেশী এখ্‌লাস ও ওফাদারী এবং বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাইয়াছে। বিস্ময়কর জামাত ইহা; জগতে ইহার কোন নজীর নাই। জগতে এমন কোন জামাত নাই, যাহাদের উপর এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ আপতিত হয় এবং তাহারা নিজেদের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ তিতিক্ষায় এবং কোরবানীতে পূর্বাপেক্ষাও আগে বাড়িয়া যায়। সুতরাং পাকিস্তানেও জামাতের এই একই অবস্থা এবং এখলাস ও নিষ্ঠার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়া চলিয়াছে। যে সকল পত্র আসে সেগুলির দ্বারা জানা যায় যে, ঐ সকল লোক যাহারা অনেক সময় মসজিদের জিয়ারত লাভে বঞ্চিত থাকিত, তাহারা তাহাজ্জুদের নামাজে উঠিয়া গিরিয়া-জারী করে এবং বিপুল সংখ্যক এ ধরণের চিঠি আসে যে, 'আমাদের জন্য দোওয়া করুন, যেন আমাদের শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ হয়।" এবং বিগত কিছু কাল হইতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের যুবকদের পক্ষ হইতেও বড়ই দরদভরা পত্রাদি আসিতেছে, যেগুলিতে তাহারা লিখিয়াছে, "এই দোওয়া করুন এবং আমাদিগকে আপনার ওয়াদা দিন, যখন আপনি প্রাণ বিসর্জনের কোরবানীর জন্য আহ্বান করিবেন তখন প্রথমে আমাদিগকে সুযোগ দান করিবেন, অন্যদের এই সুযোগ দিবেন আমাদের পরে। কেননা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের হক্ক ইহাও যে কোরবানীর ময়দানে যেন তাহারা আগাইয়া আসে।" সুতরাং মানসিকভাবে আমি ইহার জন্য প্রস্তুত এবং আমি কতগুলি অঙ্গীকারও গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। ইনশাআল্লাহ, নওজোয়ান বাচ্চাদের এখলাস বৃথা যাইবে না, বিনষ্ট হইবে না।

বস্তুত পাকিস্তানের সমগ্র জামাতের ঐ একই অবস্থা। কেহ কেহ বলেন, "আমরা বিস্মিত যে এরূপ মো'জেযা জীবনে কখনও সংঘটিত ও প্রকাশিত হইবে, তাহাআমরা কল্পনাও করি নাই। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত রদ্দি ও অপদার্থ বলে মনে করিতাম, তাহারাই আজ এত জোশ, আগ্রহ, উদ্দীপনা, মহব্বত ও এখলাসের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিবার জন্য ব্যকুল হইয়া উঠিতেছে—শুধু একটি ইশারার প্রয়োজন।"

এই জামাত কোন মুছিয়া যাওয়ার মত জামাত নয়। জগতে এমন শক্তি কাহার আছে যে এরূপ জামাতকে নিশ্চহ্ন করিতে পারে, যে জামাত প্রতিটি জুলুম অত্যাচারের সময়ে অধিকতর আলোকিত ও উদ্দীপিত হইয়া চলিয়া যায়, প্রতিটি আঁধারে খোদাতায়ালার তরফ হইতে যাহাকে নবতর নূর ও জ্যোতি দান করা হয় !! সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার ফজলে পাকিস্তানের বাহিরের জামাতগুলিতেও সেই একই রকম এখলাস ও নিষ্ঠা, সেই একই ধরণের জযবা ও প্রেরণা বিরাজমান।

বিগত খোৎবায় আমি মালী (আর্থিক) কোরবানীর এক তাহ্রীক পেশ করিয়াছিলাম যে ইউরোপে আপাততঃ দুইটি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের এরাদা আছে। কেননা সেলসেলার কাজ দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে এবং এই (লণ্ডন মসজিদ ও মিশনের) ভূ-খণ্ডের আয়তন যাহা কোন কালে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইত, ইহা আজ সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। লণ্ডন জামাতের জন্যও অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত ইংল্যাণ্ড অথবা ইউরোপের একাংশের কেন্দ্র হওয়া তো দূরের কথা। তদুপরি, তবলীগের গুরুত্বপূর্ণ নতুন মহাপরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হইতেছে, সেগুলির মাধ্যমে বড় বড় কার্য্য সাধিত হইবে (ইনশাআল্লাহ)। অনেক বড় বড় দপ্তর ও মেশিন ইত্যাদির প্রয়োজন রহিয়াছে। কর্মীর প্রয়োজন হইবে। সেজন্য অনিবার্যভাবে আমাদের আপাততঃ দুইটি ব্যাপক ভিত্তিক কেন্দ্র অবশ্যই ইউরোপে স্থাপন করিতে হইবে—একটি ইংল্যাণ্ডে এবং একটি জার্মানীতে। তারপর পর্যায়ক্রমে আরও কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। এইভাবে প্রতিটি দেশে একটি করিয়া কেন্দ্র হইয়া যাইবে।

এই তাহ্রীকের ফলশ্রুতিতে, খোদাতায়ালার ফজলে এ পর্যন্ত যদিও আরও বহু আহমদীর ওয়াদা আসিবে, কিন্তু আপাততঃ যে সকল ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইল ইংল্যাণ্ডে এক লক্ষ একানব্বই হাজার সাত শত বায়ান্ন পাউণ্ড নগদ উসুল হইয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ হইতে ছিয়াশি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ পাউণ্ডের ওয়াদা আসিয়াছে। তেমনিভাবে আমেরিকা হইতেও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত পয়তাল্লিশ পাউণ্ডের ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বমোট ওয়াদা এ পর্যন্ত চার লক্ষ উনিশ হাজার একশত সাতচল্লিশ পাউণ্ড

দাঁড়াইয়াছে। এর মধ্যে প্রায় ছিচল্লিশ হাজার পাউণ্ড নগদ উসুল হইয়াছে এবং ইংল্যাণ্ডে আমাদের একজন বড়ই মুখলেস আহমদী বন্ধু পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ওয়াদা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে জুন মাসের দিকে তাহা পরিশোধ করিয়া দিবেন। তিনি আজকাল অসুস্থ আছেন। তাঁহার জন্য দোওয়াও করুন, আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর ফজল বর্ষিত করুন। আর তেমনিভাবে আমেরিকার একজন যুবক—যদিও সেখানকার আহমদীদিগকে সরাসরী আহ্বান জানানো হয় নাই—পঞ্চাশ হাজার ডলার ওয়াদা করিয়াছেন। উহা তিনি শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন, ইনশাআল্লাহ।

এই সব ওয়াদা তো সাধারণভাবে মোটা মোটা অংকের, কিন্তু জামাতের উভয় কিনারা আল্লাহতায়ালার কোরবানী ও এখ্‌লাসের দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে এমন এমন মুখলেস ব্যক্তিরা আছেন, যাঁহারা লক্ষ লক্ষ অংকের ওয়াদা করিতেছেন আবার অন্যদিকে এরূপ গরীবগণ আছেন, যাঁহাদের কাছে একশত বা দুইশত পাউণ্ড সঞ্চিত ছিল—কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে হয়ত রাখিয়াছিলেন—অকুণ্ঠচিত্তে তাহারা উহা পেশ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, মহিলাদের পক্ষ হইতে যেই দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে যাহা তাহরীকে জাদীদের সূচনাকালে আমি আমাদের গৃহে অবলোকন করিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছিলাম, মহিলারা, ছোট ছোট মেয়েরা—কেহ চুড়ি ধরিয়াছে, কেহ বালা বা কেহ দুল.—এবং তাহারা বড়ই অদ্ভূত জয্‌বা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এই কোরবানী কবুল করুন।

ইংল্যাণ্ডের জামাতেও বহুল সংখ্যক এরূপ মহিলা আছেন যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা সহকারে নিজেদের হাতের কঙ্কণ, বলয় বা চুড়ি খুলিয়া দিয়াছেন, নিজেদের কানের দুল, মাথার অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ প্রিয় ভঙ্গিমায় অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন যে মেয়েদের আংটি, তাহাদের ছোট ছোট দুল, প্রত্যেকের নাম লিখিয়া, সাজাইয়া-গুছাইয়া—যেমন অজ্ঞ লোকেরা দুনিয়াতে কোরবানীর খাসীকে সাজায়—তাহারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সাজায় কিন্তু খোদার বান্দারা নিজেদের তোহ্‌ফা খোদাতায়ালার হুজুরে সাজাইয়া পেশ করেন, কোন লোক দেখানোর জন্য নয় বরং একমাত্র ঐশীপ্রেমের তাগিদে। মোট কথা, অত্যন্ত প্রীতিভরে সাজাইয়া গুছাইয়া ঐসব অলঙ্কার পাঠানো হইয়াছে। কোন কোন দম্পতিও এইরূপ কোরবানীর নমুনা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ স্ত্রীগণ অসাধারণ দোওয়ার হকদার বনিয়াছেন। কেননা স্বামী স্ব স্থানে নিজের চাঁদা দিয়াছেন কিন্তু স্ত্রী আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি অলঙ্কার পেশ করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বস্তি বোধ করিতে পারিব না।" যদিও স্বামীগণ পরিবারের সকলকে শামিল করিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের অলঙ্কার পাঠাইয়া দিয়াছেন। একটি মেয়ে মনে হয় তাহার অলঙ্কারের সেই সেটটিও পাঠাইয়া

দিয়াছেন যাহা তিনি বর পক্ষ হইতে পাইয়াছিলেন এবং সেইটিও পাঠাইয়া দিয়াছেন যাহা তিনি পিতৃপক্ষ হইতে পাইয়াছিলেন। কেননা দুইটি সম্পূর্ণ সেট রহিয়াছে—এবং বড়ই বিনয় ও আজেযীর সহিত নিবেদন জানাইয়া পেশ করিয়াছেন যে, "ইহা গ্রহণ করিয়া আমার মনের স্বস্তি বিধান করুন।" অতএব, কল্পনাতীত অদ্ভুদ দুনিয়া ইহা (আহ্‌মদীয়া জামাত)। জগতে কিছু লোক আছে যাহারা মানুষের অলঙ্কার অন্যায়ভাবে কাড়িয়া নিয়া নিজে পরিধান করে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ছিনতাই ও লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের গলার হার বানায়, যেগুলি পরিশেষে তাহাদের গলায় ফাঁসির দড়িতে পরিণত হইবে। কিন্তু এমন লোকও জগতে আছে, যাহাদের নিকট তাহাদের নিজেদের হাতের অলঙ্কার মন্দ বোধ হইতে আরম্ভ করে, সেগুলির প্রতি ঘৃণা বোধ হইতে আরম্ভ করে। তাহারা তাহাদের খোদাতায়ালার খাতিরে গলা হইতে হার খুলিয়া দেন এবং রব্বের খাতিরে রিক্ত হস্ত হইয়া প্রাণে তৃপ্তি ও স্বস্তি বোধ করেন।

দুনিয়ার কোন্ শক্তিটি এহেন জামাতকে ধ্বংস করিতে পারে?! বড়ই জাহেল ও অর্বাচীন সেই ব্যক্তি যে মনে করে, এই জামাতকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সে দাঁড়াইয়াছে। সে জানেনা, তার পূর্বে তার চেয়েও বড় বড় অনেকে দাঁড়াইয়াছিল, আর আমরাও বড় বড় জনকে পূর্বে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। তাহারা আসিয়াছে এবং নাস্তানাবুদ হইয়া গিয়াছে। এই জগত হইতে তাহাদের চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই গরীবদের কোরবানীকে আল্লাহ্‌তায়ালা কবুল করেন এবং পূর্বাপেক্ষাও অধিক শান-শওকত, মর্য্যাদা ও গৌরব দান করেন। যাহারা নিজেদের গৃহ খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে খালি করিয়াছেন, তাহাদের উপরে তিনি এত বরকত নাজেল করেন যে আজ তাহাদের সন্তানগণও তাঁহাদের নেকীর ফল ভোগ করিতেছে এবং উহা শেষ হইতেছে না। তারপর কোরবানীর এক নতুন যুগাবর্তে জামাত প্রবেশ করিয়াছে, নতুন সুসংবাদসমূহের যুগে দাখিল হইয়াছে, নতুন নতুন আজিমুশ্বান উন্নতি লাভের যুগে পদার্পন করিয়াছে। যে সকল উদ্দেশ্যে চাঁদার এই তাহরীকগুলি করা হইয়াছিল, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত দ্রুত বেগে এখন আমরা আমাদের সেই সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীও লাভ করিয়া চলিয়াছি।

আজই আমেরিকা হইতে কতকগুলি সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি জামাতের জানা উচিত। কেননা যেখানে আল্লাহতায়ালার পথে দুঃখভোগের স্বাদ আছে, সেখানে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল ফজল বর্ষিত হয় সেগুলিরও একটি স্বাদ আছে এবং উহা এক অদ্ভুত ধরণের স্বাদ। সেজন্য এ উভয় বিষয় যুগপৎ চলা উচিত। মুমেনের শান কল্পনাতীত। দুঃখেও তাহার স্বাদ আছে, এবং সুখেও। তাহার দুঃখও খোদার হুজুরে অশ্রু হইয়া ঝড়ে এবং তাহার সুখও খোদাতায়ালার হুজুরে আনন্দাশ্রু হইয়া ঝড়ে। ইহা এক স্বতন্ত্র জগৎ। দুনিয়া-ওয়ালারা এই জগতকেই বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব ওয়াশিংটন হইতে যে সকল সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা আমি আপনাদিগকে অবহিত করিতেছি। তিনি জানাইয়াছেন, নিউইয়র্কে সেলসেলার প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী

একটি সুন্দর অত্যন্ত লাভজনক, বিরাট ও বিশাল ইমারত (কমপ্লেক্স) চার লক্ষ সাতান্ন হাজার ডলার মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহার মূল্য ছয় লক্ষ ডলারের কম ছিল না। ইহা জামাতের সৌভাগ্য যে, এত উত্তম ইমারত, নিউইয়র্কের এত উত্তম অবস্থানে তাহারা পাইয়া গিয়াছেন। আর সেই সঙ্গে কয়েকজন আহমদী ভ্রাতা মিলিতভাবে একটি সংলগ্ন প্লট (ভূখণ্ড), যেখানে আবাসিক গৃহও রহিয়াছে, জামাতকে উপহার করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, যাহাতে সেখানে নিয়োজিত মোবাল্লেগের প্রয়োজনাদি পৃথক ভাবে পূরণ হইতে পারে এবং একটি মেহমানখানারও সংকুলান হইতে পারে। লসএঞ্জেল্‌সে চার একরের একটি প্লট ক্রয় করা হইয়াছে। এবং শিকাগোতে পাঁচ একরের একটি প্লট ক্রয় করা হইয়াছে। ডেট্রায়েটে, যেখানে ডঃ মুজাফফর শহীদ হইয়াছিলেন, সাত একরের পরিমাণ প্লট ক্রয় করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ইমারত শামিল আছে। ওয়াশিংটনে, যাহা আমাদের কেন্দ্র সেখানেও খোদাতায়ালার ফজলে চৌয়াল্লিশ একরের একটি বিরাট জায়গা খরিদ করা হইয়াছে। এখন শুধু Formalities বাকি আছে। এই তো হইল সেই পাঁচটি কেন্দ্র, যেগুলি চিহ্নিত করিয়া আমেরিকাবাসী আহমদীদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে এই পাঁচটি কেন্দ্র যেন তাঁহারা শীঘ্র স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে আমি এই খায়েশও ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদি আরও পাঁচটি কেন্দ্র হইয়া যায় তাহা হইলে ভাল হইবে। শেষোক্ত পাঁচটি কেন্দ্র মোকামী (স্থানীয়) ভাবে চেষ্টা চালাইয়া স্থাপন করা হইলে আমার অত্যন্ত আনন্দ লাভ হইবে। ইহা একটি তাহরীকের উপায় বিশেষ ছিল. সুতরাং জামাত ইহাকেও কবুল করিয়াছে এবং ইয়োর্কে একটি উত্তম ইমারত মোকামী প্রচেষ্টায় ক্রয় করিয়াছে। সেখানে এখন ইয়োর্কের মরকজ কায়েম করা হইয়াছে। নিউ জার্সিতে এক একর অধ্যুসিত অতি উত্তম কর্ণার প্লট সেখানকার একজন মুখলেস আহমদী ডাক্তার (যিনি পঁচিশ হাজার ডলার মূল তাহরীকেও দিয়াছিলেন) আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া পেশ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহার বাকী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হইতেছে। অতএব আল্লাহতায়ালার ফজলে এই সকল সুসংবাদ রহিয়াছে। আজ আমরা ইনশাআল্লাহতায়ালা সন্ধ্যায় লণ্ডনে একটি প্লট দেখিতে যাইব. যাহা ইউরোপের কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হইতেছে। বন্ধুগণ দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন ইহাতেও আমাদের পথপ্রদর্শন করেন। ইহা প্রায় ষোল হইতে আঠার একর জমির প্লট, যাহাতে একটি ইমারত নির্মিত আছে এবং উহার সংলগ্ন বিস্তর জমিও পাওয়া যাইতেছে। আমার আন্দাজ (Estimate) ছিল এই যে, পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডে দুইটি কেন্দ্র আমরা আপাততঃ কায়েম করিব। ঐ হিসাবে তো আশার আলো দেখা যাইতেছে যে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাইবে। কেননা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি ওয়াদা আসিয়া গিয়াছে এবং অলঙ্কারাদির মূল্য উহাতে যোগ করা বাকী আছে। যাহাহোক, আল্লাহতায়ালা যতটুকুই দান করেন উহার উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রয়োগের তওফিক দিন এবং আমরা যে সকল ইমারতই ক্রয় করি

তারপর যখন 'ওকফে-জদীদে'র দপ্তর দেখাইলাম, তখন আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহা কি ? আমি বলিলাম, 'এই তোহ্‌ফাটিও আপনার পূর্ববর্তী লোকেরা দিয়াছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও বলিলাম, "আপনারাও একটি তোহ্‌ফা দিবেন এবং উহা পরে প্রকাশ পাইবে।" ইহাতে তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন, "একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন, আপনি কি বলিতেছেন। ধাঁধাঁয় কেন কথা বলিতেছেন ?" আমি বলিলাম, 'তাহ্‌রীকে-জদীদ'-এর গোড়া পত্তন হইয়াছিল যখন জামাত আল্লাহতায়ালার ফজলে তওফিক লাভ করিয়া কাশ্মীরে মুসলমানদের অত্যন্ত আজিমুশ্বান ও অসাধারণ খেদমত সাধন করিয়াছিল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই যুগের 'নেতাগণ' মনে করিলেন, যদি এই খেদমতটি গৃহীত হইয়া যায় তাহা হইলে জামাত অত্যন্ত দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবে। সেজন্য ইহার বদলা ও প্রতিদান জুলুম ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না।" সুতরাং (১৯৩৪ সনে কংগ্রেস পুষ্ট) মৌলবীদের দ্বারা মজলিসে-আহ্‌রার স্থাপন করা হইল এবং কাদিয়ানকে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ার সংকল্প লইয়া আন্দোলন করা হইল। বজ্র নিনাদে ঘোষণা করা হইল যে মির্যা (গোলাম আহমদ) সাহেবের নাম জানে এমন একটিও ব্যক্তিকে এই নগরীতে (কাদিয়ানে) জীবিত রাখা হইবে না। ইহার মোকাবিলায় তখন আর একটি আওয়াজও নিনাদিত হইতে শুনা গেল এবং সেই আওয়াজ (যাহা ছিল জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদের (রাঃ) আওয়াজ) ঘোষণা করিতেছিল যে, "আমি আহ্‌রারের পায়ের তলদেশের মাটি সরিয়া যাইতে দেখিতে পাইতেছি এবং খোদাতায়ালা আমাদিগকে এত বিপুলভাবে সম্প্রসারিত করিবেন যে আমাদিগকে জগতের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া দিবেন এবং পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত ব্যাপী খোদাতায়ালা স্বীয় কৃপায় মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তবলীগকে পৌঁছিয়া দিবেন।" সুতরাং তাহাই হইল এবং সেই জুলুমের বিনিময়ে আল্লাহতালা 'তাহ্‌রীকে-জদীদ' (বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার প্রতিষ্ঠান) স্বরূপ ফজল আমাদের উপর নাজেল করিলেন। অতএব, ইহা তোমাদের জুলুমের বদলা স্বরূপ এমন ধরণের এক তোহ্‌ফা যে খোদতায়ালার তকদীর তোমাদের জুলুম আমাদের নিকট পৌঁছাইবার পূর্বেই তাঁহার ফজল ও কৃপায় বদলাইয়া দেয়। তোমরা যে জুলুম ও অত্যাচার করিয়া থাক তাহা ঐশী ফজল ও কৃপায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া আমাদের দিকে আসে। আমি বলিয়াছি, ইহা কোন নতুন ঘটনা নয়। আবহমান কাল হইতে এরূপই হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত কি ঘটিয়াছিল ? আগুনই তো প্রজ্জলিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই উহা গুলজারে পরিবর্তিত হইয়াছিল। يا نار كونى بردا و سلاما على ابراهيم

(—"হে অগ্নি! ইব্রাহীমের উপর স্নিগ্ধ ও সালামতির কারণ হইয়া যাও)"— এই আওয়াজটি জুলুমের পথে প্রতিবন্ধকতা হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, তোহ্‌ফা তো তোমাদেরই, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর ইহাকে Transform করিয়া চলিয়া যায়। যেমন কিনা আল্লহ্‌তায়ালার তকদীর ময়লা-আবর্জনাকে অত্যন্ত মনোরম

ফুল ও ফলে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত কে লড়িতে পারে? তোমরা পূতি-বিষ্ঠার তোহ্‌ফা প্রেরণ করিয়া থাক, সেগুলি রহ্‌মতের পুষ্পে পরিণত হইয়া আমাদের উপর বর্ষিত হয়। তোমরা জুলুমের তোহ্‌ফা পাঠাইয়া দাও, আর সেগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার আশীষের রূপ নিয়া আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহা তোমাদেরই তোহ্‌ফা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা আমাদের নিকট এলাহী তকদীরের মধ্যবর্তীতায় পৌঁছিয়া থাকে। তারপর আমি 'ওকফে-জদীদ' সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলিলাম। (তখনও মৌলবীদের সহযোগে) পিপলস পার্টির (ভুট্টো সরকার) কর্তৃক আহমদীয়া-বিরোধী আন্দোলন (Movement) শুরু হয় নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি দেখিতে পাইবেন যে আপনারাও আমাদিগকে এক তোহ্‌ফা দান করিবেন এবং সেই তোহ্‌ফাটিকেও খোদাতায়ালা তাঁহার ফজল ও কৃপায় পরিবর্তিত করিবেন এবং পরিণামে জামাত পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসরমান হইবে।" সুতরাং তদ্রূপই ঘটিয়াছে।

অতএব, যে জামাত খোদাতায়ালার এই অটল ও অবিচল তকদীরকে অবলোকন করিয়াছে এবং প্রতিটি দুঃখ-যাতনাকে রহমত, ফজল ও আনন্দে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছে,, সেই জামাতের সাহস ও উদ্যমকে দমাইতে পারে কে? সেই জামাতকে পরাভূত করিতে পারে কে? সেজন্য অনিবার্যভাবে জামাত আহমদীয়া বিজয় লাভ করিবে। অবশ্য-অবশ্য আপনারা বিজয়ী হইবেন এবং আপনারা খোদাতায়ালার নীরিহ, আজেয, অক্ষম ও গরীব বান্দারা—যাহা-দিগকে দুনিয়া দুর্বল মনে করে—আপনারাই জয় লাভ করিবেন। প্রতিটি জালিম উঠিয়া তাহা-দের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করিয়া দেয়। কিন্তু এলাহী তকদীর আপনাদের সঙ্গ কখনও পরিত্যাগ করে না। কখনও নিরুৎসাহ হইবেন না। সর্বদা দোওয়া এবং ধৈর্যের সহিত নিজেদের এই পথে কায়েম থাকুন। আপনারা দেখিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কি বিপুল পরিমাণে আপনাদের উপর তাঁহার ফজল নাজেল করেন।

সানী খোৎবা প্রদানকালে হুজুর (আইঃ) জামাত সম্বন্ধে মহান শুভ-সংবাদ সমূহের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন ঃ

যে সকল সুসংবাদ আমি আপনাদিগকে শুনাইয়াছি উহাদের সহিত এরূপ একটি সুসংবাদ সংযোজন করিতে চাই, যাহা ঐ সবগুলি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ। উহা অপেক্ষা আজিমুশ্বান সুসংবাদ কোন আহমদী নিজের সম্বন্ধে ধারণাও করিতে পারে না। সুসংবাদটি আমাদিগকে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দান করিয়াছেন।

এই হাদিসটি 'কানজুল-উম্মাল' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "এই উম্মতে এমন কিছু লোকের সৃষ্টি হইবে, যাহাদের যাবতীয় অধিকার হরণ করা হইবে কিন্তু তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে (অপরের) সকল অধিকার প্রদান করিবে। হ্যাঁ একদিকে মানুষ তাহাদের অধিকার হরণ করিতে থাকিবে, অন্যদিকে তাহারা

নিজেদের তরফ হইতে সকল অধিকার প্রদান করিয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপ লোকদিগের সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেন যে, ইহারাই আমার এবং আমি তাহাদের। খোদাতায়ালা তাহাদের উপর ফজল নাজেল করিবেন। তিনি তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না।"

যে জামাতের নসীবে ইহা লিখিত হয় যে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাহাদের হাল অবস্থা জানানো হইয়াছিল যে তাহাদের সকল হক্ক-অধিকার নসাৎ করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু তাহারা তাহাদের পক্ষ হইতে সকল প্রকারের হক্ক-অধিকার ও দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। সুতরাং ইহাও সুসংবাদ — طوبى لكم

হে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামগণ! তোমাদের 'তুবা' অর্থাৎ মোবারকবাদী হউক। তোমাদের নিকট খোদাতায়ালার তরফ হইতে অপরিসীম বরকত ও কল্যাণ এবং সুসংবাদ পৌঁছিতে থাকুক, কেননা তোমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হইয়া গিয়াছ এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদের হইয়া গিয়াছেন।

ইহার পর হুজুর (আইঃ) দুইটি গায়েবী নামায জানাযার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ "একটি জানাযা হইল ইণ্ডোনেশিয়ার সাবেক মোবাল্লেগ মোকাররম ও মোহতারম মৌলনা সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেবের। বড়ই আত্মোৎসর্গকারী, খেদমতগুজার, দোওয়াকারী, কাশফের অধিকারী বুজুর্গ ছিলেন এবং যথাসাধ্য সদাসর্বদা জামাতী খেদমতে আত্মনিয়োজিত থাকিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

তেমনি আপা সালীমা বেগম, যিনি হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)-এর একজন অত্যন্ত মুখলেস মহিলা এবং সেঠ গোলাম গওস সাহেবের সাহেবজাদী ছিলেন। জামাতের প্রতি চিরকালই অসাধারণ এশ্‌ক ও মহব্বত ছিল তাঁহার অন্তরে। আমার স্মরণ আছে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অথবা তাঁহার খলিফাগণের বরং তাঁহার সন্তানদের কাহারও নাম আসিলেই অনিবার্যভাবে তাঁহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিত। তাহা তিনি মোটেই কখনও সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাই সাধারণতঃ অনেকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি সুলভ কটাক্ষ করিয়া বলিতেন যে, 'আপার সামনে তো বস্‌ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), খলিফায়ে ওয়াক্ত অথবা তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কাহারও নাম উচ্চারণ করিয়া দিন, তারপর দেখুন, তিনি ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া কিরূপে কাঁদিতে আরম্ভ করেন।' বাস্তবিকপক্ষে অকৃত্রিম অশ্রুপাত করিয়া তিনি কাঁদিতেন অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে এরূপ মহব্বত ছিল যে, তাঁহার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হইত না। তিনিও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর করাচীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। যেহেতু তিনি অসাধারণ এশ্‌ক ও মহব্বতের জয্‌বা রাখিতেন, সেজন্য তাঁহারও হক্ক দাঁড়ায়, যেন তাঁহার গায়েবী নামায-জানাযা পড়ানো হয়।

(লণ্ডন হইতে প্রেরিত খোৎবার বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ ঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

ঈদের বাণী

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

কর্তৃক ২৭শে জুন লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম যোগে প্রেরিত

Ahmadiyya Muslim Mission
4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka.

Please convey affectionate Assalamo Alaikum and EID MUBARAK to all Ahmadis. We have just passed through a month of spiritual re-generation. After this small physical suffering Allah has rewarded us with Eid, so will He certainly reward us with much greater Eid after every persecution suffered for His sake. Ahmadis throughout the world have shown greater determination, loyalty and steadfastness in the cause of Allah in this our hour of trial. Allah will never abandon you. Yours will be the final Eid.

Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih

আহ্‌মদীয়া মুসলিম মিশন,
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

"অনুগ্রহ পূর্বক সকল আহ্‌মদীকে আমার মহব্বতপূর্ণ 'আসসালামো আলাইকুম' ও 'ঈদ মোবারক' পৌঁছাইয়া দিবেন। আত্মশুদ্ধি এবং রুহানী পূণর্জাগরণের মধ্য দিয়া আমরা সবেমাত্র একটি মাস অতিবাহিত করিয়াছি। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এই পবিত্র মাসের সামান্য দৈহিক কষ্ট স্বীকারের পর ঈদের আনন্দ দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন। অনুরূপভাবেই আল্লাহর রাস্তায় আমাদের প্রতিটি নির্যাতন ভোগের পর নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে অনেক বড় ঈদের আনন্দ দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। আমাদের এই পরীক্ষার মুহূর্তে পৃথিবী ব্যাপী আহ্‌মদীগণ আল্লাহতায়ালার পথে অধিকতর দৃঢ়সংকল্প বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং এস্তেকামত প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। আপনাদের জন্যই চূড়ান্ত ঈদ অবধারিত।

মীর্যা তাহের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ রাবে

ভাইয়ের স্মরণে*

—মিসেস আমেনা হক

আজি এ প্রভাতে কাহার বিরহ-বেদন, পশিল হৃদয়ে মোর ?
আহঃ ভাইরে আমার ! বড় কঠোর লাগে অকাল মরণ তোর !

ভাবি নাই কভু এমন করিয়া ছাড়িয়া যাইবে মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কেমন করিয়া রহিব পরাণ ধরে।

তুমি ধীর, বীর, শান্ত ও কঠোর মনের দিয়েছ পরিচয়,
তব তুল্য মহান ব্যক্তি আর কি কখন হয়।

বাংলার জামাতে করেছ যে কাজ সদা আমীরের পাশে থাকি
দিবা-নিশি তুমি এক করিয়াছ, দাও নাই কভু ফাঁকি।

সদাফুল্ল মনে দিবারাত্রি খাটি ক্লান্ত হও নাই কভু।
তাঁহার বিহনে কি ক্ষতি হল, তুমি জান প্রভু।

আমারে তুমি কত স্নেহ দিয়ে, বেসেছ ভাল ভাই,
'ভাই' বলে ডাকিলে মোরে বুকে জড়ায়ে ধরেছ তাই।

কভু অভিমানে, কভু আবদারে করেছি ঝগড়া তোমার সনে,
বকুনি খেয়েছি, আদরও পেয়েছি, ভেবেছি জিতিলাম রণে।

তোমার স্মরণে জীবনে মরণে করিব দোয়া আল্লাহর কাছে
জান্নাতুল ফেরদৌস হউক নসিব, এর চেয়ে দোয়া আর কি আছে ?

মহান পিতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছ মোদের তরে,'
পিতার দোয়া ভাইয়ের আশীষ—আর কি চাই ইহার পরে।

ভাবীরে তুমি রাখিয়া গিয়াছ একাকী শূন্য ঘরে।
অভাগিনী দেখ কাঁদিয়া মরিছে দিবানিশি তোমার তরে।

দাও হে খোদা সবুরে জমিল' আমার ভাবীর হৃদয় পরে
সাথী হারা সে, সান্ত্বনা তুমি, কেবল তোমার দয়ার তরে।

দোয়া করি আমি আল্লাহর কাছে, হে খোদা রহমান,
দরজা বুলন্দ করিও তাঁহার, বেহেস্ত করিও দান।

*[২রা মে '৮৪ ইং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতারম মরহুম আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের আকস্মিক ইন্তেকালে তদীয় ভগ্নী কর্তৃক রচিত।]

সংবাদ

লণ্ডন হইতে সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ বুলেটিন হইতে কিছু সংবাদের বাংলা তরজমা নিম্নে পেশ করা গেল ঃ

১। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে হযরত আমীরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) সপরিবারে কুশলেই আছেন। হযরত সাহেব রমজান মাস ব্যাপী যথারীতি পাঞ্জেগানা নামাজের ইমামতি করিয়াছেন এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় 'দরস' দিয়াছেন।

২। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী পাকিস্তানের অনেক লোক এখন আহমদীয়াতের দিকে ঝুঁকিতেছেন এবং সারা দেশে বহু সংখ্যক "বয়েত" গ্রহণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩। বৃটিশ পার্লামেন্টে আহমদী মুসলমানের "পাকিস্তানে নিরাপত্তা" প্রশ্ন উত্থাপন ঃ— ইংল্যাণ্ডের আহমদীয়া জামাত বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ফলে, পার্লামেন্টের কমন্স সভায় নিম্ন বর্ণিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ও নিম্ন বর্ণিত উত্তর দেওয়া হয় (পার্লামেন্টের রেকর্ড হইতে গৃহীত)।

"স্যার ডাডলী স্মীথ, এম, পি, পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান-সরকারের সাথে আহমদী মুসলমানদের নিরাপত্তা ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কোনও আলাপ-আলোচনার সূচনা করিয়াছেন কি? পাকিস্তানী আহমদীদের বহু আত্মীয় স্বজন ইংল্যাণ্ডে বসবাস রত আছেন। অতএব, এ ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় কোনও বক্তব্য রাখিবেন কি?

"মিঃ হুইটনী উত্তর দেন ঃ পাকিস্তান সরকার আহমদী বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কাজ-কর্মে সম্প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া কিছু পদক্ষেপ নিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ইসলামাবাদে নিয়োজিত ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, আহমদীগণকে নির্যাতন করার প্রশ্নই উঠে না। চরম পন্থী ধর্মান্ধদের হাত হইতে আহমদীদের রক্ষা করা ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ শান্ত করাই তাহাদের লক্ষ্য। এই জন্য তাহারা কিছু লোককে গ্রেফতার করিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোনও হিংসাত্মক কার্যাক্রম দৃঢ়ভাবে দমন করিবেন।"

পাকিস্তান সরকারের এই ব্যাখ্যা দৃশ্যতঃ সত্য নয়। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান সরকার স্বয়ং কলা-কৌশল ও চালাকী-চাতুর্যের মাধ্যমে, তাহাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ-মাধ্যমগুলিতে এমনি ভাবে প্রচার চালাইতে থাকে যাহাতে এমন একটা অবস্থা ও তজুহাত সৃষ্টি হয় যাতে বোঝানো যায় যে, তাহারা মোল্লা তাড়িত জনগণের হাত হইতে আহমদীগণকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যাদেশটি জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসন স্বয়ং ইহার জন্য দায়ী, কেননা তিনি নিজে গোলযোগ সৃষ্টি-কারীদেরকে এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য রীতিমত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের পিছনে ইন্ধনও যোগাইতেছিলেন। অন্যান্য এম, পি'রাও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া একই ধরণের উত্তর পাইয়াছেন। এখন প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে যাতে পররাষ্ট্র ও

কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়কে বুঝানো যায় যে, পাকিস্তান সরকারের এই ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর এবং এই অধ্যাদেশ পাকিস্তানে আহমদীদের জন্মগত মৌলিক অধিকারকে অবজ্ঞাভরে লংঘন করিতেছে।

৪। আরেকজন আহমদীর শাহাদৎ বরণ : ফয়সালাবাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের সাথে জড়িত আহমদী ডাক্তার জনাব আবদুল কাদের সাহেবকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে, গত ১৬ই জুন রোগীর বেশে আগত এক ব্যক্তি আকস্মাৎ ছুরিকাঘাত করিয়া শহীদ করে। হন্তা ব্যক্তি কোহেনুর মিলের একজন কর্মচারী। সে চিকিৎসা করাইবার নাম করিয়া ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে আসে। ডাক্তার সাহেব যখন তাহাকে রোগীর মত পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন সেই ব্যক্তি অতর্কিতে ডাক্তার সাহেবের পেটে চারিবার ছুরিকাঘাত করে। ডাক্তার সাহেবকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এ দিকে ঘটনাদৃষ্টে ডাক্তার সাহেবের গৃহভৃত্য চিৎকার শুরু করিলে, লোকজন ছুরিকাঘাতকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে ও তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তাহাকে পরে পুলিশে সমর্পন করা হইয়াছে।

৫। লাহোর : স্থানীয় 'ওলামা কমিটির' একজন সদস্যের নালিশের উপর ভিত্তি করিয়া একজন আহমদীকে গ্রেফতার করিয়া পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হইয়াছে। উক্ত আলেম সাহেব দুইজন আহমদীর বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করেন যে তাহারা নাকি 'এক হরফে নাসেহানা' নামক পুস্তিকাটি বিতরণ করিয়াছেন।

৬। ইসলামাবাদ : ১৮ বৎসর বয়স্ক এক আহমদী কিশোর মোটর সাইকেল চড়িয়া যাইতেছিল। তিনজন লোক ছুরি হাতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। তাহাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেওয়া হইল। কিন্তু হাসপাতাল কর্মীরা তাহার চিকিৎসা করিতে অস্বীকার করিল। তাহারা বলিল, "আগে পুলিশে নালিশ দায়ের করুন, তৎপর আমরা চিকিৎসা করিব।" পুলিশ নালিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। তাই বাধ্য হইয়া প্রাইভেট ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো হইল। বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চ পর্য্যায়ে জানানো যাইতেছে।

৭। গুরজান ওয়ালা : মীরচাট্টার জমিদার চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব (স্থানীয় আহমদীয়া আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট) জানাইয়াছেন যে, তাঁহার জমির শতকরা ৮০ ভাগ অংশের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাহার ক্ষেতে পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৮। সারগোধা (মালিয়ন ওয়ালা) : এই গ্রামে একটি মাত্র আহমদী পরিবার বাস করে। সমাজ পরিবারটিকে বয়কট করিয়া একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায়ই, অন্য একজন ব্যক্তিও আহমদীয়ত কবুল করেন। চতুর্দিক হইতে তাঁহার উপর আহমদীয়াত ছাড়িবার জন্য চাপ আসিতে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁহার সংকল্পে অটল থাকেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীও আহমদীয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ তাহাদিগকে ঈমানের শক্তি ও হৃদয়ের ধৈর্য্য দান করুন।

৮। ডেরা গাজী খান :—এখানে মোল্লাদের এক সভায় আহমদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ বিষোদ্গীরণ করা হয় এবং আহমদীদের মসজিদটি ধ্বংস করিয়া স্থানটি দখল করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজনকে উস্কানী দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ

সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় শান্তি ভংগ হয় নাই। এখন খোদ্দামরা মসজিদটি পাহারা দিতেছেন।

৯। শাদাদপুর :—এখানে ভীষণ মোখালিফাৎ হইতেছে। মৌলবীরা ক্রমাগত ভাবে উস্কানীমূলক বক্তৃতা দিতেছেন। একজন মৌলবী বলিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া একজন আহমদীকেও ঠিক করিতে পারিলে না?" তারপর মেহরারপুরের প্রেসিডেন্টের শাহাদতের প্রতি ইংগিত করিয়া মৌলবী সাহেব বলিলেন, "তোমরা ঐ লোকটির দিকে তাকাইয়া দেখ, যে একজন কাদিয়ানীকে হত্যা করিয়া বেহেস্তের একটি বাসস্থান নিজের জন্য রিজার্ভ করিয়াছে।" আশ্চর্য্য লাগে, মৌলভী সাহেব কেন নিজের জন্য বেহেস্তের একটা বাসস্থান রিজার্ভ করেন না!

১০। ডেরা গাজী খান :—আহমদী-বিরোধী অধ্যাদেশটি জারী হবার সাথে সাথে, বস্তী-গাজদার নামক দূরবর্তী একটি গ্রামে একদল লোক আহমদীদের মসজিদটি বল-প্রয়োগে দখল করার জন্য মসজিদের দিকে ধাবমান হয়। ঐ খানে মাত্র দুইজন (আহমদী কিশোর) ও দুইজন বৃদ্ধ (আনসার) তখন উপস্থিত ছিলেন। তাহারা এমন প্রাণপণ করিয়া বাধা দান করিলেন যে, দুস্কৃতিকারীর দলটি পালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

১১। সিন্ধু প্রদেশ :—পুস্তিকা "এক হরফে নাসেহানা" বিতরণের মিথ্যা নালিশের উপর ভিত্তি করিয়া একজন "আহমদীকে" কয়েদ করা হয়। মোকদ্দমার প্রথম শুনানী কালেই নালিশকারী আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমার নালিশ মিথ্যা, আমার পূর্বেকার বক্তব্য ও নালিশ আমি বাতিল করিতেছি।"

১২। শুক্কুর :—জামে মসজিদের মৌলবী সাহেব এক জুমার খোৎবায় বলিলেন, "আহমদীগণকে রমজানের রোজা রাখিতে দিবেন না। তাহাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' আরম্ভ করিয়া দিন। কেননা সরকার আহমদীদের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে, তাহা কিছুই নয়। অতএব, 'জেহাদ' করা প্রয়োজন। আহমদীদের বিরুদ্ধে জেহাদে যারা মারা যাইবে তাহারা সরাসরি বেহেশতে চলিয়া যাইবে।' (মন্তব্য: —বেহেশতের আকাংখা হইতে মৌলবী সাহেবের বাঁচিয়া থাকার আকাংখাই অধিক প্রবল, তা না হলে, সর্বপ্রথমে নিজেই তিনি জেহাদে শহীদ হইয়া সরাসরি বেহেশতে চলিয়া যাইতেন)।

১৩। নওয়াবশাহ :—এখানকার আহমদীয়া মসজিদের প্রাংগণে ঢুকিয়া পুলিশ মাহমুদ বাহিরে খচিত "কলেমা" নিজ হাতে মুছিয়া ফেলিয়াছে। নওয়াব শাহ মসজিদের ভিতরে খচিত "কলেমা" মুছিয়া দিয়াছে এবং বান্দি মসজিদ হইতেও "কলেমাটি" ঘষাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে।

১৪। নওয়াবশাহ :—আহমদীয়া সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা নিজদেরকে "মুসলিম" বলিয়াছে। মোকদ্দমাটি এখন শুনানীর জন্য আদালতে ঝুলিতেছে।

১৫। সিন্ধু প্রদেশ (পানু আকিল) :—আহমদী সম্প্রদায়ের একজন সদস্য এক বিখ্যাত ডাকাতের দস্তখত সম্বলিত একটি চিঠি প্রাপ্ত হন। বিষয়টি পুলিশকে জানালে, পুলিশ বলিল,

দস্তখতটি প্রকৃতপক্ষে ডাকাতের নয়, বরং ইহা জাল দস্তখত। তাহারা একথাও বলেন যে, চিঠি খানা ধর্মীয় বিদ্বেষ পোষণ-কারীদের লেখা বলিয়া মনে হয়। পরে দেখা গেল, দুইজন যুবক উক্ত আহমদী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গণ্ডগোল পাকাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিসহ আসিয়াছে। পুলিশকে সাথে সাথে খবর দিলে, পুলিশও তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পেঁৗছাইয়া যুবক দুইটিকে আটক করিয়া ফেলে। তখন খোঁজ নিয়া দেখা গেল, যুবক দুইজন নিকটবর্তী এক মাদ্রাসার ছাত্র। পুলিশ তাহাদিগকে হাজতে পাঠাইয়াছে।

১৬। পাকিস্তানের জামাতগুলিতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাতগুলিতে খোদ্দাম অহরহ যাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। এই ক্ষুদ্র জামাত-গুলিতেও মনোবল যথেষ্ট উচ্চস্তরের আছে, আর খোদার উপর নির্ভরশীলতা তাহাদিগকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

১৭। গুজরাট : এখানকার মাঘিয়ানা গ্রামের জামাতে ইসলামীর একজন বিশিষ্ট সদস্য সম্প্রতি বলিয়াছেন, "কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের বিরাট মত-পার্থক্য থাকা সত্বেও আমি এই অধ্যাদেশটির তীব্র নিন্দা করি।"

১৮। মধ্য প্রাচ্যের এক দেশের একজন রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানে ঘরোয়া কথা বার্তার এক পর্য্যায়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, (আহমদী বিরোধী) এই অর্ডিনেন্সটি জারী করা ভুল হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, আহমদীরা ভাল মুসলমান।

১৯। পাঞ্জাবের একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, বি,বি,সি'র সাথে মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাক্ষাৎকার কোনও দোষণীয় ব্যাপার নয়। মৌলবীরা অনর্থক ইহা নিয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে। তিনি আরো ব্যক্ত করেন যে, "অধ্যাদেশটি" সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের বরখেলাফ। তিনি আরো বলেন যে, সাধারণতঃ বামপন্থিরাই এই অধ্যা-দেশের বিরুদ্ধে ও আহমদীদের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। তবে ডান-পন্থিরাও আহমদীদের অনুকুলেই আছে, যদিও তাহারা এ ব্যাপারে বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইতস্তঃ করিতেছে।

২০। একজন অতি-প্রভাবশালী ব্যক্তি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, পাকিস্তান সরকার আশা করিয়াছিলেন যে, এই অধ্যাদেশটি সাধারণ মানুষের অসাধারণ সমর্থ লাভ করিবে। কিন্তু ফল ফলিয়াছে উল্টা।

২১। একজন উচ্চ পর্য্যায়ের ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'আসলাম কুরাইশির' সমস্ত ব্যাপারটা একটা বানোয়াট ঘটনা, উচ্চ পর্য্যায়ে পরিকল্পিত একটি মিথ্যা কাহিনী বিশেষ।

২২। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সাথে বি,বি,সি'র সাক্ষাৎকার সমস্ত পাকিস্তানে এক বিরাট সারা জাগাইয়াছে। পাকিস্তান হইতে এই বিষয়ে বহু প্রশংসা পত্র আসিতেছে। অনেকেই বি,বি,সি'র ইন্টারভিউ শুনিবার জন্য আহ্‌মদীদের গৃহে গমন করিয়া ছিলেন। এমনকি এই সাক্ষাৎকারের কথোপকথন শ্রবণের পরে বেশ কয়েকজন বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩। পাকিস্তানের একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল কাউনসিল ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর মহা সচীব সুজাবাদে বার এসোসিয়েশনের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদিগকে সমান নাগরিকের মর্যাদা দান করিতেন। তিনি সকলকে বিশ্বাস ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন এবং সকলের উপাসনা স্থলকেই সমভাবে রক্ষা করিতেন। তিনি পাকিস্তানে বর্তমান ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, গোড়ামী ও অসহিষ্ণুতাকে ঘৃনিত ব্যাপার বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি এই সব দূরীভূত করিবার জন্য ও পাকিস্তানের একতাকে সংরক্ষণের জন্য তাহার প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে বক্তৃতামালা, সেমিনার, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং এই পবিত্র কাজে বার-সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

২৪। খরিয়ান, চক ফতেপুর, মং এবং কোট দিয়াল দর্শন প্রভৃতি স্থানে আহ্‌মদী ও গয়ের আহ্‌মদীরা মিলিত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া মসজিদগুলিকে ব্যবহার করিতেছেন। উভয় সম্প্রদায় অত্যন্ত সম্প্রীতির সহিত সহ অবস্থান করিতেছেন এবং একই মসজিদে নামায আদায় করিতেছেন। এই সব স্থানে ঝগড়া-বিবাদও নাই, মনোমালিন্য নাই।

২৫। টোবাটেক সিং জিলায় কর্তৃপক্ষ মহল আহ্‌মদীদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশৃংখলা দূরীকরণের ব্যাপারে তারা সর্বদা তৎপর আছেন। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী একজন মৌলভীকে তাহারা ঐ জিলায় সভা করিতে দেন নাই।

২৬। কুয়েটার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট অন্য একজন অফিসার সমভিব্যাহারে আহমদীয়া মসজিদে গিয়া মিশনারী সাহেবকে "কলেমা" মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলে (মোবাল্লেগ) সাহেব অসম্মত হইয়া বলিলেন, ইচ্ছা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজেই এ কাজটা করিতে পারেন। তখন তিনি এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "আমি যাই, মৌলবী সাহেবকে গিয়াই বলি, তিনি নিজেই যেন আসিয়া কলেমাটা মুছিয়া দিয়া যান।"

২৭। সিন্ধুর রোড়ীর কোন গ্রামে, স্থানীয় গয়ের আহ্‌মদী-মুসলমানগণ অল্প সংখ্যক আহ্‌মদীগণকে নিজেরা নিরাপত্তা দান করিতেছেন এবং বাহিরের কাহাকেও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হইতে বিরত রাখিতেছেন। এজন্য তাহারা গ্রামে কোন মৌলবীকে আসিতে দেন না।

২৮। সেকেন্দারাবাদের লোকেরা আহ্‌মদীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাহারা এই অধ্যাদেশটিকে একটি অন্যায় আইন বলিয়া আখ্যা দেন এবং বলেন যে, ইহা একটি রাজনৈতিক চালবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহারা হুজুরের বি,বি,সি সাক্ষাৎকার পুরাপুরি শ্রবণ করিয়াছেন।

২৯। ইউরোপে 'কেন্দ্র স্থাপন' ফাণ্ড, পশ্চিম জার্মানীর খবর: গত মে মাসে পশ্চিম জার্মানীতে নূতন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮,৬৫,০০০ ডয়েস মার্ক অর্থাৎ ১ ০৩,৮০ ০০ টাকা (১ মার্ক = ১২/- টাকা প্রায়)। এর মধ্যে

৩,২৫,০০০ ডয়েস মার্ক অর্থাৎ ৩৯,০০,০০ টাকা ইতিমধ্যেই আদায় হইয়া গিয়াছে। এর মধ্যে ৩ কেজি স্বর্ণালংকার রহিয়াছে যাহার মূল্য ১৫,০০ ০০০/- টাকা। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) মে মাসের ঘোষণার পর পরই নূতন নূতন বৃহত্তর প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে ১৮ একর জমি (গৃহাদীসহ). জার্মানীতে প্রায় এই পরিমাণ জমি, নিউইয়র্কে ভাল অবস্থানে জমিসহ একটি বিরাট কম-প্লেক্স, ওয়াশিংটনে ৪৪ একর জমি, ডেট্রয়টে ৭ একর জমি, এবং লসএঞ্জেলসে ৪ একর জমি খরিদ করা হইয়াছে।

(লণ্ডন নিউজ বুলেটিন হইতে অনুদিত)

মকবুল আহমদ খান।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন ঃ ২৫৯০২৪**

কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১ম বার্ষিক তালিম তরবিয়তি ক্লাশ

আল্লাহর ফজলে গত ১৫ই জুন '৮৪ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ শুরু হয়ে ২২শে জুন পর্যন্ত চলে। আলহামদুলিল্লাহ।

১৫ই জুন বাদ জুম্মা স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূঞা সাহেব আনুষ্ঠানিক ভাবে উক্ত ক্লাশের উদ্বোধন করেন। মোট ৬ জন খোদ্দাম ও ১৩ জন আতফাল এই মহতী ক্লাশে যোগদান করেন।

স্থানীয় কায়েদ মোতামাদ জনাব আবুল হোসেন, জনাব আঃ বাতেন, জনাব আবুল ফয়েজ সাহেব শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, ১ম বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ উপলক্ষে এশায়াত বিভাগের পক্ষ থেকে একটি সুদৃশ্য ও শিক্ষামূলক দেওয়াল পত্রিকা 'তালিমুল ইসলাম' নামে প্রকাশ করা হয়।

খাকসার—

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

কায়েদ; কুমিল্লা মঃ খোঃ আহমদীয়া

সন্তান তওল্লদ

গত ৭ই জুলাই '৮৪ইং আল্লাহ্‌তায়ালা বাজিতপুর নিবাসী মরহুম জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (এডভোকেট)-এর কনিষ্ট পুত্র জনাব আহ্‌মদ এনামুল কবির সাহেবকে এক কন্যা সন্তান দান করিয়ছেন। নবজাতক ধানীখোলা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের দৌহিত্র। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার জন্য আবেদন করা যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন নবজাতককে দীর্ঘজীবি, নেক ও খাদেমায়ী-দ্বীন করেন। আমীন।

শুভ বিবাহ

বিগত ৩০শে জুন '৮৪ ইং বাদ আসর পবিত্র রমজান মাসের শেষ এজতেমায়ী দোওয়ার পূর্বে (দরসে কুরআনের পর) ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে খালিসপুর খুলনা নিবাসী মরহুম আবদুল আজিজ সাহেবের পুত্র জনাব জাহিদ রফিকুল ইসলাম (হীরণ)-এর শুভ বিবাহ মতিঝিল ঢাকা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ সাদেক ভুইয়া সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ মুনিরা বেগম (শীলা)-এর সহিত পঞ্চাশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। উক্ত বিবাহ সার্বাতভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের ঘাটুরা মজলিসের একজন বিশিষ্ট প্রবিণ ও বুজুর্গ আহমদী ভ্রাতা জনাব মোঃ করিম বক্স সাহেব গত ৭/৭/৮৪ইং রোজ শনিবার দুপুর ১টা ৩০ মিঃ-এর সময় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন।

উল্লেখযোগ্য যে মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল আনুমানিক প্রায় ৭৫ বৎসর এবং স্ত্রী দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক পুত্রবধু ও এক নাতি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া যান।

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য এবং শোকার্ত পরিবারের জন্য বিশেষ দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা আবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar